আচার্য্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ-মতে এগুলিতে **সমস্ত** (সমাসযুক্ত) **রূপক**। (২) **নয়নকটাখে বিষম বিশিখে**-তে উপমেয় উপমান সমবিভক্তিক স্বাধীন বিশেষ্যপদ, সমাসে বাঁধা নয়। দণ্ডিমতে এখানে **ব্যস্ত** (অসমাসবদ্ধ) **রূপক**। "ব্যথিত ধরার **হৃৎপিণ্ডটি** (উপমান) **আমি যে রক্তজবা**" (উপমেয়)—সত্যেন্দ্রনাথের এই চরণটিতে অমনি **ব্যস্ত রূপক**। (৩) **আত্ম-গ্লানির তুষানল, লজ্জার বারিধি, কাব্যের জাল, খুসীর শতদল, বিশ্ববাসনার অরবিন্দ** এবং **যৌবনেরি মৌবনে**—এ ছয়টিতে উপমেয় ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত। আমরা বাঙলা ব্যাকরণে এইজাতীয় ষষ্ঠীর নাম দিয়েছি রূপকষষ্ঠী বা অভেদষষ্ঠী (আমার **'সরল বাঙলা ব্যাকরণ'**-এ 'ষষ্ঠী বিভক্তি' দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃতে অভেদষষ্ঠী ব'লে কিছু নাই। এটি বাঙলার নিজস্ব। সংস্কৃতে উপমেয়কে তৃতীয়ান্ত ক'রে রূপকসৃষ্টির একটি পদ্ধতি আছে। সাহিত্যদর্পণে একে 'বৈয়ধিকরণ্যে' রূপক বলা হয়েছে—এর অর্থ উপমেয় উপমান যেখানে বিভিন্ন-বিভক্তিযুক্ত ; উদাহরণ দেওয়া হয়েছে "বিদধে মধুপশ্রেণীমিহ **ভ্রূলতয়া** বিধিঃ" (**'ভ্রূলতায়** বিধি রচিল মধুপমালা'—শ. চ.) এই তৃতীয়াকে টীকাকার রামচরণ **'অভেদে** তৃতীয়া' বলেছেন, যদিও 'অভেদে তৃতীয়া' ব'লে কোনো তৃতীয়া পাণিনি প্রভৃতি স্বীকার করেন নাই। তবু অভেদে তৃতীয়া টীকাকারকে বলতে হয়েছে এই কারণে যে অন্য কোনো রকমের তৃতীয়ায় 'তাদাত্ম্য' (উপমেয়-উপমানের অভেদ) প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ("অন্যথা তাদাত্ম্যারোপো ন স্যাৎ")। টীকাকারকে আমরা অভিনন্দিত করি ; কারণ তাঁরই পন্থায় ব্যাকরণসম্মত না হ'লেও 'অভেদে ষষ্ঠী (রূপকষষ্ঠী)' আমরা মেনে নিয়েছি বাঙলাভাষার প্রকৃতি-বিচারে। এইভাবের রূপক বাঙলায় অত্যন্ত বেশী।

(II) **মালা** (**একাধ** বিষয়ের উপর **বহু বিষয়ীর** আরোপ হ'লে **মালা-রূপক** হয়) :

(i) "শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না' ॥" —বিদ্যাপতি।
—বিষয় পিয়া ; বিষয়ী ওঢ়নী (গাত্রাবরণ),
বা (বাতাস), ছত্র (ছাতা) এবং না' (নৌকা)।
[গিরীষ=গ্রীষ্ম ; দরিয়া=সমুদ্র]

(ii) "মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপনতাপিতা আমি জুড়ালে আমারে !

মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম, ভুজঙ্গিনীরূপী
এ কাল কনকলঙ্কাশিরে শিরোমণি !" —মধুসূদন।
(মোর=সীতার ; তুমি=সরমা)

(iii) "ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা,
গুপ্তপ্রেমের সুপ্ত পিয়াসা,
বিরহের বুলবুল !" —যতীন্দ্রমোহন।

(iv) "হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ;
দেহক সরবস গেহক সার ॥" —বিদ্যাপতি।

অনুবাদ ক'রে দিলাম—

"আমার করের মুকুর তুমি, মোর কবরীর ফুল,
আঁখির কাজল, আমার ঠোঁটের টুকটুকে তাম্বূল,
আমার বুকের মৃগমদ, আমার গলার হার,
দেহের আমার সকল তুমি, গেহের তুমি সার।"—শ. চ.

(গীম=গ্রীবা ; সরবস=সর্ব্বস্ব। 'ক' মৈথিলভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন)

(v) "অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে" —রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা ?" —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি, ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল,
আলাদীনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

(viii) "শেফালীসৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস, ভোরের ভৈরবী"

—বুদ্ধদেব।

২। (খ) সাঙ্গরূপক

অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের (বিষয়ের) উপর অঙ্গসমেত **অঙ্গী** উপমানের (বিষয়ীর) অভেদারোপ হ'লে **সাঙ্গরূপক** অলঙ্কার হয় ("অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ"—সাহিত্যদর্পণ)।

একটা উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করলেই সাঙ্গরূপকের তাৎপর্য্য সহজে বোঝা যাবে। ধরা যাক, চরণকে পঙ্কজ বলা হয়েছে অর্থাৎ উপমেয় (বিষয়) চরণে উপমান (বিষয়ী) পঙ্কজ আরোপ ক'রে রূপক করা হয়েছে। কিন্তু চরণ বলতে অঙ্গুলি ও নখের প্রশ্ন উঠতে পারে, যেহেতু এগুলি চরণের **অঙ্গ**। এই অঙ্গগুলি যার সে **অঙ্গী** (অঙ্গ+অস্ত্যর্থে ইন্) ; কাজেই **চরণ অঙ্গী** (অর্থাৎ উপমেয় বা বিষয় **অঙ্গী**)। তেমনি পঙ্কজ বলতে তার দল ও কেসরের প্রশ্নও উঠতে পারে ; কারণ, এগুলি পঙ্কজের **অঙ্গ**। অতএব চরণের মতো **পঙ্কজও অঙ্গী** (অর্থাৎ উপমান বা বিষয়ী অঙ্গী)। তাহ'লে **চরণপঙ্কজ** বলতে উপমেয় **অঙ্গী** (চরণ)-র উপর উপমান **অঙ্গী** (পঙ্কজ)-র অভেদারোপজনিত রূপক বোঝাচ্ছে। এইবার **অঙ্গ**গুলিরও রূপক করা যাক :

"তাম্রাঙ্গুলি যার দল, নখজ্যোতিঃ কেশর যাহার,
ধরে শিরে নৃপবৃন্দ সে **চরণপঙ্কজ** তোমার।"—শ. চ.

(এটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ।) তাম্র=আরক্তবর্ণ।

এই **সাঙ্গরূপক** মোটামুটি **দুরকমের**—(I) **সমস্তবস্তুবিষয়ক** এবং (II) **একদেশবিবর্ত্তি :**

(I) যে উপমানগুলি আরোপিত হয়, তাদের সবগুলিই যদি শব্দোপাত্ত (শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত) হয়, তাহ'লে **সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গরূপক** পাওয়া যায়। এইমাত্র ব্যাখ্যাসূত্রে যে উদাহরণটি দিলাম, সেটি এই লক্ষণাক্রান্ত। **আরও উদাহরণ :**

(i) "কোদালে' মেঘের মউজ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে
হাবুডুবু খায় তারাবুদ্‌বুদ্।"—নজরুল ইস্‌লাম।

—**আকাশ অঙ্গী** উপমেয় ; মেঘ, তারা আকাশের **অঙ্গ** এবং নীলগাঙ **অঙ্গী** উপমান ; মউজ (ঢেউ), বুদ্বুদ্ নীলগাঙের **অঙ্গ**।

(ii) "নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।
দিয়ে হাস্যসুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার।"—জগদানন্দ।

—কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা ক'রে রূপক করা হয়েছে। উপমেয় 'নন্দের নন্দন' অঙ্গী; তার অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা। উপমান 'ব্যাধ' অঙ্গী; তার অঙ্গ ফাঁদ, চার (bait), আঠা (আঠাকাটি)—যেহেতু এগুলি বাদ দিলে ব্যাধের চলে না। অঙ্গী ও অঙ্গ সর্ব্বত্রই রূপক ব'লে এটি সাঙ্গরূপকের উদাহরণ।

(iii) "হৃদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তিকামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥"—দাশরথি।

—হৃদয়কে বৃন্দাবন বলায় রূপক হয়েছে। রাধা, বৃন্দা, নন্দপুরী, যশোমতী —এগুলি কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অঙ্গ। কাজেই বৃন্দাবন অঙ্গী উপমান। হৃদয় উপমেয় অঙ্গী এবং তার অঙ্গ ভক্তি, মুক্তিকামনা, দেহ, স্নেহ। অঙ্গী ও অঙ্গ সর্ব্বত্রই রূপক হওয়ায় অলঙ্কার এখানে সাঙ্গরূপক হয়েছে।

(iv) "শোকের ঝড় বহিল সভাতে;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রবলবায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!"—মধুসূদন।

—এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক হয়েছে। শোকের আশ্রয় বা আধার বামাকুল এবং মুক্তকেশ (আলুথালু কেশ) শোকের অন্যতম প্রকাশচিহ্ন। বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন নিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব—এগুলি উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। তেমনি আবার ঝড় (উপমান অঙ্গী)-এর অঙ্গ সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, প্রবলবায়ু, আসার (বর্ষণ), জীমূতমন্দ্র (মেঘগর্জ্জন)।

(v) "দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা"—অচিন্ত্যকুমার।

—উপমেয় দেহ অঙ্গী এবং তার অঙ্গ যৌবন; দীপাধার (উপমান) অঙ্গী এবং তার অঙ্গ শিখা। অঙ্গীতে অঙ্গীতে এবং তাদের অঙ্গে অঙ্গে রূপক; কাজেই সাঙ্গরূপক।

(vi) "শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে

জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?"—যতীন্দ্রমোহন।

(vii) "বক্ষবীণায় বেদনার তার
এই মত পুনঃ বাঁধিব আবার"—রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্যসরোবরে।
পাণি-পদ্ম প্রকাশে নখর-রবিকরে ॥"—মদনমোহন।

(x) "গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়।" —উদ্ধবদাস।

(xi) "বিশ্বব্যাপী একখানা ঘননীল **ঘুমের নিকষ,**
তার বুকে দীপ্যমান একটি **স্বপ্নের স্বর্ণ-লেখা—**
তুমি।" —শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দীননাথ সাঙ্গরূপকের উদাহরণ ব'লে উদ্ধৃত করেছেন—

"মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

কিন্তু এখানে সাঙ্গরূপক বলা যায় না ; কারণ, অঙ্গী উপমেয় রথ উপমান মেঘের সঙ্গে রূপক হয় নাই। "মেঘবর্ণ রথ"=মেঘের বর্ণের **মতন** বর্ণ যার এমন রথ ; অলঙ্কার এখানে **লুপ্তোপমা**। অঙ্গীতে যখন রূপক হ'ল না তখন অঙ্গের প্রশ্নই ওঠে না।]

(xii) "দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কালামাণিকের মালা গাঁথি নিজগলে।
কানুগুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ রাঙাবসন পরিব।
কানুর কলঙ্কছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥"—চণ্ডীদাস।

(xiii) "আমাদের জীবনের নদী—
মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে।" —র

(II) **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গরূপক**—উপমানগুলির কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হ'য়ে, অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়, তবেই হয় **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গরূপক।**

প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোকের* মুক্ত অনুবাদ ক'রে তার থেকে আলোচ্য রূপকের স্বরূপটি বুঝিয়ে দিচ্ছি—

(i) 'লাবণ্যের মধুভরা বিকশিত তন্বীর বয়ান
পুরুষের আঁখিভৃঙ্গ কেন বল না করিবে পান ?'—শ. চ.

—মুখের লাবণ্যকে মধু বললে মুখকে ফুল বলতে হয়। কিন্তু কবি মুখকে ফুল বলেন নাই ; তবু অর্থে তা চমৎকার বোঝা যাচ্ছে—'বিকশিত' হওয়া মুখের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে এটি ফুলের দিকেই নির্দ্দেশ দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, ফুল উপমান (বিষয়ী)।

(ii) "নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্‌রানীস্থান !"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—নীলপাহাড়কে ফুলদানী করা হয়েছে। ফুলদানীতে ফুল থাকে ; কাজেই জাফ্‌রানীস্থানে ফুল আরোপ করা হয়েছে—'প্রফুল্ল' শব্দটি ঐ নির্দ্দেশই দিচ্ছে। কবি ফুল শব্দটি ব্যক্ত করেন নাই ; কিন্তু অর্থে বোঝা গেল।

(iii) "কেমনে
কবিতারসের সরে রাজহংসকুলে
মিলি করি কেলি **আমি**···?" —মধুসূদন।

(iv) "আকাশের সর্বরস **রৌদ্ররসনায়**
লেহন করিল **সূর্য**।" —রবীন্দ্রনাথ।

২। (গ) পরম্পরিত রূপক

যদি একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমানের আরোপের কারণ হয়, তবেই হয় **পরম্পরিত রূপক** ("যত্র কস্যচিদারোপঃ পরারোপণকারণম্। তৎ পরম্পরিতম্···"—সাহিত্যদর্পণ)।

[এ অলঙ্কারে রূপকে রূপকে কার্য্যকারণভাবের পরম্পরা অর্থাৎ ধারা থাকে ব'লে এর নাম পরম্পরিত। সাঙ্গরূপকের মতো অঙ্গের বা অঙ্গীর প্রশ্ন এতে ওঠেই না।]

* "লাবণ্যমধুভিঃ পূর্ণমাস্যমস্যা বিকস্বরম্।
লোকলোচনরোলম্বকদম্বৈঃ কৈর্ন পীয়তে ॥"
—রোলম্ব—ভ্রমর ; কদম্ব—সমূহ।

(i) "কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি,
আঁধারি **হৃদয়াকাশ তুই পূর্ণশশী**
আমার ?" —মধুসূদন।

—তুই (ইন্দ্রজিৎ)-তে পূর্ণশশীর আরোপই হৃদয়ে আকাশারোপের কারণ।

(ii) "চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।"—বুদ্ধদেব।

—চেতনাকে নটমঞ্চ ব'লে রূপক করাই নিদ্রাকে যবনিকা এবং অচেতনকে নেপথ্য ব'লে রূপক করার কারণ।

(iii) "শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকরৌ বেঁধে ॥" —চণ্ডীদাস।

—শ্যামকে শুকপাখী ব'লে রূপ। রাই নয়ন, হৃদয় এবং মনকে যথাক্রমে ফাঁদ, পিঞ্জর এবং শিকল ব'লে রূপক। তার কারণ। এখানে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকায় সাঙ্গরূপক হ'ল না ; কার্য্যকারণ-সম্পর্ক থাকায় পরম্পরিত রূপক হ'ল।

(iv) "**বিস্মৃতির পার** হ'তে **অবচেতনার**
ক্ষীণ-তোয়া **তটিনী**-উজানে
অতিদূর অতীতের **জীবনতরণী**খানি তার
ধীরে ধীরে আসিতেছে **স্মৃতিতট**পানে।" —শ্যামাপদ।

—বিষয় (উপমেয়) চারটি : বিস্মৃতি, অবচেতনা, অতীতের জীবন এবং স্মৃতি ; এদের যথাক্রমিক উপমান অর্থাৎ বিষয়ী : পার, তটিনী, তরণী এবং তট। জীবনকে তরণী ব'লে রূপক করাই অন্যরূপকগুলির কারণ। অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। রূপক পরম্পরিত।

(v) "এখনো যে দেহ রূপোর পাত রে,
হীরের টুকরো আঁখি ;
মরণের শীত নিবারণ করে
বরফের কাঁথা ঢাকি !"

—হাটে বিক্রীর জন্যে আনা বরফঢাকা মাছের কথা। স্থূলাক্ষর অংশে পরম্পরিত রূপক। প্রথমাংশের দুটিকে বলতে পারতাম প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা ; কিন্তু **'যে'** অব্যয়টি থাকায় **রূপক** ছাড়া অন্য কিছু বলা চলল না।

(vi) "যদিও সকল **হাস্য-ফেনপুঞ্জ**তলে
জানি ক্ষুব্ধ **ব্যথাসিন্ধু** দোলে।"—প্রেমেন্দ্র।

(vii) "ষড়ধ্যায়ের **বিশ্বকাব্যে** নবরসে মহামেলা,
মাঝখানে তার এই **নিদাঘের বীররৌদ্রের** খেলা।"
—কালিদাস।

—বিশ্বকে কাব্য ব'লে রূপক করায় নিদাঘ (গ্রীষ্ম)-কে বীররৌদ্র রস ব'লে রূপক করতে হয়েছে। প্রথম রূপকটি অপর রূপকের কারণ হওয়ায় অলঙ্কার পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

(viii) "**অন্ধকার মহার্ণবে** সৃষ্টি শতদল"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া"—রবীন্দ্রনাথ।

—দয়াকে জগদ্ধাত্রী বলা হয়েছে। এই কারণে জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহকে বীর্য্যে আরোপিত ক'রে রূপক করা হয়েছে। কাজেই সমগ্রটি পরম্পরিত রূপক।

(x) "**নয়নচকোর** রহু। মুখশশীবর
কয়ল অমিয়া-পান।" —বিদ্যাপতি।

(xi) "দুসহ **বিরহ সাগরে** বড়াঈ
তোহ্মেসি আহ্মার **ভেলা**"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
(তোহ্মেসি আহ্মার=তুমি হও আমার)

(xii) "সৌন্দর্য্য-পাথারে
যে **বেদনাবায়ু**ভরে ছুটে **মনোতরী**
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হ'য়ে গেল বুঝি **হৃদয়ের পাল**।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।"
—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।